

আবু বরকত আলাউল গনি খান চৌধুরী স্মরণে তোমায় ভুলবো না বরকতদা!

বরকত দা আর নেই আমাদের মধ্যে।

সেটা '৮৪ সাল। রাজীব গান্ধীর সাথে বরকতদা এসেছেন আমাদের শহরে। সবাই বরকতদার কথা শুনতে চাই-কারণ তখন সীমান্ত রেলপথ হওয়া ছিল স্থানীয় উন্নয়নের জন্য খুব ই জরুরী।

আমি বাবার হাত ধরে, ভাষন শুনতে গেছি। সবাই আপেক্ষা করছে গনিখান রেল পথ নিয়ে কি বলেন। উনি মঞ্চে উঠতেই বিরাট হাততালি।

পাঁচ মিনিট মাত্র বললেন। দিব দিব দিব। আমারে ভোট দাও, দিব। মালদা মুর্শিদাবাদে দিছি, তুমাদেরও দিব।

রাজনীতিবিদরা এমন ই বলে থাকেন। কিন্তু গনির বচন আলাদা। তিনি করেও থাকেন। তাই তার দুবছর রেল মন্ত্রীত্বে পশ্চিম বঙ্গে রেলের যত প্রোজেক্ট এসেছে, যত ছেলেকে তিনি চাকরী দিয়েছেন, তা আজ প্রবাদ। আর কেওতো দেয় নি। কেও তার স্বজনপোষন নিয়ে অভিযোগ করলে বলতেন, বেশ করেছি। বাংলার ছেলেরদের আমি দেখবো না তো কে দেখবে? সুজাপুরের খান বাহাদুরের ছেলে। তার মেজাজটাই ছিল এমন বাদশাহী।

অনিল বিশ্বাসের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা ছিল নাস্তিকতা। কারণ সেটাই মার্ক্সীয় পথ। অন্যদিকে গান্ধীবাদি গনিখানের কাছে ধর্ম নিরপেক্ষতা ছিল সর্বধর্ম সমন্বয়। ভোটের প্রচারে বেড়ানোর আগে, বাড়ির মসজিদে নামাজ পরতেন। তারপর তার বাড়ির অনতি দূরে এক কালি মন্দিরে পূজো দিতেন। গনিখানের কালিভক্তি, আসলেই বাঙালী মুসলমানদের ঐতিহাসিক ধর্ম উদারতার দলিল-যা পেট্রোডলারের গঞ্জে, কাওয়ামী মাদ্রাসার হিন্দুবিদ্রোহী শিক্ষায়, আজ লুপ্তপ্রায়। খুব ধুমধাম করে কালীপূজো, দুর্গাপূজো করতেন গনিখান।

যাইহোক অত্যাধিক মদ্যপানের জন্য, ক্রমশই গুরুত্ব হারাচ্ছিলেন রাজ্য রাজনীতিতে। মালদার বাদশা হিসাবেই খুশী ছিলেন। জনগণ ভালোবাসত তাকে। সবার ই ধারণা ছিল পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসী কাঁকরাই দিল্লীতে তার মন্ত্রীত্বের বিরুদ্ধে ছিল। কারণ সে ক্ষেত্রে গনিখান হতেন কংগ্রেসের অপ্রতিরোধ্য বাঙালী নেতা। হয়ত হতে পারতেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। বারবার বলেছেন একদিনের জন্যে হলেও পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হতে চান। দুর্ভাগ্য '৫২ সাল থেকে বিধায়ক হয়েও তার এই আশা পূরণ হয় নি। দেশের রেলমন্ত্রীত্ব ই তার ভাগ্যে জোটা সর্বোচ্চ সন্মান।

